বিশ্বায়ন ও আমাদের করণীয়
শেখ ফজলুল করীম মারুফ

বিশ্বায়ন বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়। এর সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন মতমত আছে। মতামতের ভিন্নতা মূলত এসেছে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা হলো-

Globe থেকে Globalization এবং বাংলায় বিশ্ব থেকে বিশ্বায়নের উৎপত্তি। বিশ্বায়ন মানে-উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি/ Free Market Economy গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ভিত্তিক প্রযুক্তি আদান-প্রদান ও পরস্পর নির্ভরশীল এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা।

বিশ্বায়ন (globalization) পারস্পরিক ক্রিয়া এবং আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি পদ্ধতি যা বিভিন্ন জাতির সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়ার সূচনা করে। এই পদ্ধতির চালিকাশক্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ, আর এর প্রধান সহায়ক শক্তি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। পরিবেশ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক পদ্ধতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রগতি এবং মানবিক ও সামাজিক অগ্রগতি; সকল কিছুর উপরই এর সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। (উইকিপিডিয়া)

বিশ্বায়ন প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের বৈশ্বিক ভিত্তিতে অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের সাথে একীভূত করার প্রক্রিয়া। বহুমূখী এ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, কারিগরি, সামাজিক ও কৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রাবলী।

বিশ্বায়ন হচ্ছে বিভিন্ন যোগাযোগ ও আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের সমষ্টিগত একটি আধুনিক বিশ্ব পরিচালনা পদ্ধতি; যার ব্যাপ্তি বিভিন্ন রাষ্ট্রের (এবং সমাজের) গণ্ডিকেও ছাড়িয়ে যায়। সংজ্ঞানুযায়ী এটা একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিশ্বের কোন একটি অংশের ঘটনা, সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডের উপর ভূমন্ডলের দূরবর্তী অন্য অংশগুলোতে অবস্থিত ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম নির্ভর করতে পারে।

এক কথায় বলা যায় যায়, বিশ্বায়ন হলো, পন্য-সেবা ও মূলধনের অবাধ আদান-প্রদান।

শিল্পবিপ্লব এবং প্রায় দুই শতাব্দির উপনেবেশিক শাসনের ফলে পশ্চিমাদের পণ্য ও সেবা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতটাই যে, এখন তা নিজ দেশের চাহিদা পূরণ করেও অতিরিক্ত থেকে যাচ্ছে। এবং তাদের পুঁজির অবস্থাও একই রকমভাবে উদ্বত্ত থাকছে। এই বেচে যাওয়া পণ্য ও সেবা এবং পুঁজি ব্যবহার করার জন্যে তাদের একটা বাজার দরকার। যখন বিশ্বজুড়ে তার শাসন করতো তখন তাদের বাজার দখলে ছিলো। কিন্তু ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পরে যখন দেশগুলো সব স্বাধীন হয়ে গেলো তখন তাদের এই বেচে যাওয়া অতিরিক্ত পন্য-সেবা ও পুঁজি ব্যবহার করার মতো কোন বাজার থাকলো না। তখন একটা বাজার তৈরী করার জন্য তারা এমন একটা ফন্দি আবিষ্কার করলো যার মাধ্যমে তাদের বেচে যাওয়া পন্য-সেবা ও পুঁজির জন্য একটা বাজার তৈরী করা যায়। সেই অপকৌশলটার পোষাকি নামই হলো বিশ্বায়ন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৮০ এর দশকে এবং বিশেষত ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই শব্দটার বহুল প্রচার শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে বহু পূর্বে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যেই ছিল এর উৎস। ইসলামও একটি বিশ্বায়ন। আল্লাহ তায়ালা রাসুল সা.-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠির জন্য। আল্লাহ বলেন, **"আর আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরুপ পাঠানো হয়েছে"**।

বিগত পঞ্চাশ বছরে এ প্রক্রিয়া অধিকতর গতিশীল হয়। প্রাচীন রোমান, পার্শিয়ান ও হান সাম্রাজ্যের সাথেও একে যুক্ত করা হয়। এছাড়া মুসলিম ব্যবসায়ী এবং আবিষ্কারার্থে বিশ্বভ্রমণকারীরাও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার উৎসের সঙ্গে যুক্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগালের বিশ্বব্যাপী আবিষ্কারমূলক ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন মহাদেশ, অর্থনীতি ও কৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটে।

বৈশ্বিক বাণিজ্য, উপনিবেশিকরণের কারণে কৃষ্টির প্রসার অর্জিত হয়। এ প্রক্রিয়া আবিষ্কারের যুগ হিসাবে সুপরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্ভবের ফলে এ প্রক্রিয়া অধিকতর প্রসারিত হয়। এ কোম্পানিকে অনেকে প্রথম বহুজাতিক সংস্থা বা করপোরেশন হিসাবে উল্লেখ করেন। ফ্রান্সও এ ধরনের উপনিবেশিক পথ অবলম্বন করে। কোম্পানিভিত্তিক এ মডেল অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৬০২) এবং পর্তুগিজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দী ছিল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ভাগ। এ সময়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইউরোপে রাজকীয় শক্তিসমূহ, এদের উপনিবেশ হয়ে ওঠা দেশগুলি এবং পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়য়েগের প্রসার লাভ করে। সাব-সাহারান আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় আওতাভুক্ত করা হয়।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ভাগ যথাক্রমে স্বর্ণমান সংক্রান্ত সংকট (১৯২০) এবং মহামন্দা (১৯৩০) সময়কালে সমাপ্ত হয়। বিশ্বায়নের আধুনিক পর্যায় শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম সারির রাজনীতিবিদরা এ প্রক্রিয়া চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রেটন উডস সম্মেলনের মাধ্যমে এ উদ্যোগ বাস্তবরূপ ধারণ করে। বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থায়ন নিশ্চিত ও তা পরীক্ষণের জন্য একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও বিশ্বায়নের সাথে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত এ সম্মেলনে গৃহীত হয়। ফলশ্রুতিতে আর্ন্তজাতিক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (বিশ্বব্যাংক) এবং আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি অর্থাৎ জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ (গ্যাট) সংগঠিত হওয়ার ফলে বাণিজ্যসংক্রান্ত বাধা প্রশমিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নামে রূপান্তরিত হয়। এ সংস্থার কাজ হলো বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদের মধ্যস্থতা ও আর্ন্তজাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিধি প্রণয়ন করা। এ আধুনিক যুগে কিছু দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির উদ্ভব ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা), দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা), বঙ্গোপসাগরীয় বহুখাতসম্পদ কারিগরি ও অর্থনৈতিক চুক্তি (বিমসটেক) এবং এশীয় জাতিসমূহের সমিতি (আসিয়ান)-এর কথা। এসব চুক্তির ফলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া অধিকতর প্রসারিত হয়।
আইএমএফ বিশ্বায়নের চারটা প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছে: ১.অবাধ ব্যবসা, মালামাল ও সেবার প্রবাহ, ২.পুজি ও বিনিয়োগ প্রবাহ, ৩.শ্রম ও জনশক্তির প্রবাহ, ৪. জ্ঞানের প্রবাহ।
তবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমিত নয়। এজন্য অনেকে বিশ্বায়নের তিনটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন; যথা: অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক। এ তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে কিছু অনুক্ষেত্র রয়েছে।

বিশ্বায়নের বহুমূখী ধারাসমূহের কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভাজন করা সম্ভব। যথা: (১) শিল্প সংক্রান্ত (২) আর্থিক, (৩) অর্থনৈতিক, (৪) রাজনৈতিক, (৫) তথ্যপ্রবাহ, (৬) ভাষা, (৭) প্রতিযোগিতা, (৮) পরিবেশ, (৯) কৃষ্টি, (১০) সামাজিক, (১১) কারিগরি এবং (১২) আইনগত বা নৈতিক।

♦ শিল্প সংক্রান্ত বিশ্বায়ন

শিল্প সংক্রান্ত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বলতে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদেশি পণ্য ও মালামাল ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। বিশেষ করে এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে পণ্য ও মালামালের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি হয়েছে। শিল্প সংক্রান্ত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য অনুন্নত দেশে তৈরি পোশাক শিল্প বিকশিত হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে উন্নয়নকামী দেশসমূহে রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্ভব।

♦ আর্থিক ক্ষেত্র

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার আর্থিক ক্ষেত্র বলতে বোঝায় বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারের প্রসার যার ফলে দেশে বা দেশের বাইরে থেকে অর্থ ঋণ নেওয়ার ও দেয়ার সুবিধা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

♦ রাজনৈতিক

বিশ্বসরকার সৃষ্টিকে অনেকে বিশ্বায়নের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। এ প্রক্রিয়ার ভিন্নরূপ হলো কয়েকটি সরকার কর্তৃক প্রভাবিত ও পরিচালিত বহুপক্ষিক অর্থ লেনদেনের বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সংস্থা যেমন WTO, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। এ সংস্থাগুলোই বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট দেশের অর্থনৈতিক, উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এরা সংশ্লিষ্ট দেশের জনমানুষের প্রকৃত চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে উদাসীন বলে অনেকে মনে করেন।

♦ তথ্য প্রযুক্তি

তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তথ্য প্রবাহের বিষয়টি অনেকাংশে বিনা বাধায় চালু হয়েছে। ফাইবার অপটিক সংক্রান্ত যোগাযোগ, উপগ্রহ ও টেলিফোনের সহজপ্রাপ্যতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

♦ ভাষা

ভাষা সংক্রান্ত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে ইংরেজি ভাষা উপনিবেশিক দেশসমূহের মধ্যে মূলত সীমিত থাকলেও সময়ের বির্বতনে বর্তমানে এ ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে সারা বিশ্বে।

◆ প্রতিযোগিতা

বিশ্বায়নের অন্য একটি ক্ষেত্র হলো বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামোর উদ্ভব। এর ফলে পণ্য উৎপাদনকারক সংস্থাগুলি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে এবং তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন করতে বাধ্য হয়েছে।

◆ পরিবেশ

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পরিবেশগত বিষয়টি হলো বিশ্বের পরিবেশ রক্ষার সাম্প্রতিক হুমকির বিষয়াবলী। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, পানিবন্টন সংক্রান্ত বিবাদ ও দূষণ, অতিমাত্রায় সামুদ্রিক মৎস আহরণ এবং ক্ষতিকর জীবাণুর প্রসার। এ বিষয়টি নিয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে কিছুটা দ্বান্দ্বিক অবস্থান করেছে, যা কিয়োটা প্রটোকলে প্রতিফলিত হয়েছে। বলা হয়েছে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত বিপর্যয়ের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলিই দায়ী এবং এজন্যই উন্নয়নকামী দেশগুলিকে তারা ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য।

অন্য একটি যুক্তি শিল্পোন্নয়ন সংক্রান্ত। উন্নয়নকামী দেশসমূহে অনেক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব দেশে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের কাঠামো দুর্বল। পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আইন বা বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেই বা থাকলেও তা দুর্বল। কাজেই পণ্য ও সেবার অধিকতর প্রবাহ দূষণ বৃদ্ধি করতে পারে। এ ছাড়া আরও যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে শিল্পের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু দূষণ সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। একই যুক্তিতে এ জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য কিছু সময় অবশ্যই দিতে হবে যাতে করে জীবনযাত্রার মান এ সব দেশে ব্যহত না হয়।

◆ কৃষ্টি

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে কৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ অর্জনে তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার, ভ্রমণ ও পর্যটনের অধিকতর বিকাশ, আইনি-বেআইনি অভিবাসন, বিশ্বব্যাপী খেলাধুলা যথা ফুটবল, ক্রিকেট, অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠান এবং ইন্টারনেট বা টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্ব মিডিয়ায় সহজে প্রবেশ বিষয়গুলি সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

ইন্টারনেট বা স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যম ছাড়া বিশ্বায়নের প্রভাব তরুণ প্রজন্মের খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রে উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান। বাংলাদেশসহ এ পর্যায়ের অন্যান্য দেশে বার্গার এবং পিজ্জার বিক্রয়কেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছে। কৃষ্টিভিত্তিক রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশেও এখন দেখা যায়।

◆ সামাজিক

সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ফলে বেসরকারি সাহায্য সংস্থার উদ্ভব হয়েছে। এরা এককভাবে অথবা সরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। এ ধরনের কিছু সংস্থা জননীতি প্রণয়নসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়ক উৎস হিসাবে সুপরিচিত।

◆ কারিগরি প্রযুক্তি

কারিগরি প্রযুক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের অবদান বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। এর ফলে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহ বৃদ্ধিসহ বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বুদ্ধিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের অধিকারের (Intellectual Property Right) জন্য কপিরাইট, ট্রেডমার্ক ও পেটেন্ট আইনের হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছে।

আইন ও নৈতিকতা

সর্বোপরি আইন ও নৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন দৃশ্যমান। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। (১)পুরুষ, নারী ও শিশু সংক্রান্ত সার্বজনীন নৈতিকতাবোধ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, (২) আর্ন্তজাতিক ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠাসহ আর্ন্তজাতিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আন্দোলন, জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশনভিত্তিক নীতি যথা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র রাজনৈতিক, কৃষ্টিগত ও নাগরিক অধিকার এবং নারী ও শিশু সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের হাতিয়ার

পুঁজিবাদ

অবাধে পণ্যসেবা ও অর্থ লেনদেন করার একই রকমের অর্থব্যবস্থা জরুরী, সৈজন্য সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। পুঁজিবাদের ইতিবাচক দিকগুলো সামনে এনে এর ভোগবাদীতাকে উসকে দিয়ে নানা রকম ষড়যন্ত্র করে অন্যান্য অর্থনীতিকে দমিয়ে রাখা হচ্ছে এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রচলন ঘটানোর মাধ্যমে বিশ্বায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়নের জন্য অনুকূল শাসক প্রয়োজন। যেখানেই বিশ্বায়নকে রুখে দেয়ার মতো শাসক দেশ পরিচালনা করছেন, সেখানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে সেইসব শাসকদেরকে সড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।
মিশর, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশের বর্তমান অবস্থা এর দৃষ্টান্ত।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ

বিশ্বায়নের প্রসারের জন্য সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র এখন এই দুই বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত। এই দুই সংস্থা ঋণ দেয়ার নাম করে তাদের পছন্দসহ নীতিমালা চাপিয়ে দেয়।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সাক্ষর করে থাকে। ভয়ভীতি প্রদানে লোভ প্রদর্শনসহ নানা রকম ছল-চাতুরীর মাধ্যমে এইসব চুক্তি সাক্ষর করে বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করা হয়।

বহুজাতিক কোম্পানি

বিশ্বায়নের একটি লক্ষও হলো বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে ব্যবসার সুবিধা করে দেয়া। আবার অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও বিশ্বয়নকে ত্বরান্বিত করে। এরা একদেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজি, শ্রম, পণ্য ও সেবা স্থানান্তর করে থাকে।

আর্থিক সুবিধা

পশ্চিমাদের উদ্বত পুঁজি লাভজনক ব্যবহার করার জন্যই তারা আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে। কখনো এই সুবিধা সুদের বিনিময়ে দেয়া হয় আবার কখনো এই সুবিধা নির্দিষ্ট পণ্য কেনার শর্ত আরোপের মাধ্যমে পণ্যের বাজারজাত নিশ্চিত করা হয়।

জাতিসংঘ

বিশ্বায়ন প্রসারে অন্যতম হাতিয়ার হলো জাতিসংঘ। জাতিসংঘের অনেকগুলো সংস্থা রয়েছে এবং এর নিজস্ব একটা সাময়িক বাহিনীও বিদ্যমান। বিশ্বায়ন প্রসারে জাতিসংঘ বিভিন্ন কনসেপ্ট তৈরী করে। সেসব কন্সেপ্ট বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগ করে। এমনকি সেনা শক্তিও প্রয়োগ করে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও বিশ্বায়নের একটি কার্যকর হাতিয়ার।

বিশ্বমিডিয়া

বিশ্বায়নের ধারনা প্রচার এবং বিশ্বায়ন বিরোধী মনোভাব দমনে বিশ্বমিডিয়ার ভূমিকা আর নতুন করে বলার নাই।

সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বায়নের হাতিয়ার

পরিবার সম্পর্কে ধারনা পাল্টে দেয়া।

বর্তমান বিশ্বে পরিবার বলতে কেবল “আমি-তুমি” কে বোঝানো হয়। এমনকি ইদানিং তো সমকামী জুটিকেও পরিবার বলা হচ্ছে। এই ধারনা পাল্টে দেয়ার মাধ্যমে সমাজ কাঠামোকে পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে মানুষের মাঝে একাকিত্ব তৈরী হচ্ছে। তারা এর মাধ্যমে পশ্চিমা ভোগ পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

নারীবাদ
নারীবাদী আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার বিশ্বায়নের আরেকটি উপকরণ। এর মাধ্যমে নারীদেরকে পণ্যায়িত করা এবং নারীদের শ্রমকে সস্তায় ক্রয় করার পাঁয়তারা করা হচ্ছে।

শিক্ষা সহায়তা
শিক্ষা সহায়তা করার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সেবাগুলো বিশ্বায়নের পক্ষের শক্তি রূপে তৈরী করা হচ্ছে। ফলে তারা বিভিন্ন দেশে তাদের এজেন্ট তৈরী করতে পারছে।

বিভিন্ন সম্মেলন
বিভিন্ন সম্মেলন এবং সেইসব সম্মেলনে বিভিন্ন ঘোষণা তৈরী করে প্রকাশ এবং তা মানতে দেশগুলোকে বাধ্য করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের হাতিয়ার গুলোকে তালিকা ভুক্ত করলে এভাবে করা যেতে পারে-
পুজিবাদ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি-গ্যাট, বহুজাতিক কোম্পানি, আর্থিক সহায়তা, কর সুবিদা দেয়া, জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বিশ্ব মিডিয়া, পরিবেশ আন্দোলন।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের হাতিয়ার
বিশ্ব মিডিয়া, ইন্টারনেট, হলিউড, বলিউড, পোষাক সংস্কৃতি, ফ্যাশন, ভাষা, আধুনিকতার বুলি।
সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বায়নের হাতিয়ার
পরিবার সম্পর্কে ধারনা পাল্টে দেয়া, নারীবাদ, শিক্ষা সহায়তা, বিভিন্ন সম্মেলন।

বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাব
চুড়ান্ত সামাজিক বির্বতন, অর্থনৈতিক বিবর্তন, ঐহিত্য ও প্রযুক্তির মাঝে দ্বন্দ, ভিন্ন দেশের ওপর নির্ভরতা, উন্নয়নশীল দেশের শিল্প বিকাশে বাধা, পরিবেশগত সমস্যা, শ্রমশক্তির পাচার, সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের শূন্যতা, কর ফাকিবাজি, রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তার ঝুকি, ভোক্তার চাহিদার প্রতিক্রিয়া সমস্যা, বিভিন্ন দেশের বিশেষত্ব, দেশিয় আইন, অবকাঠামোগত সমস্যা, অবাধ বাণিজ্য, পণ্যের মুল্যহ্রাস বিক্রি বৃদ্ধি, বৃহৎ প্রতিযোগিতহা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈশ্বিক যোগাযোগ, ভ্রমন ও পর্যাটন শিল্প, বৈদাশিক ঋনন সুবিদা, প্রযুক্তির প্রসার, জ্ঞানের প্রসার, সকলের জন্য ভোগ সুবিদা।
বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাব কি ভাবে প্রতিরোধ করা যাবে? নিম্মের কাজগুলো যদি আমরা সফলতার সাথে করে যেতে পারি তাহলে আশা করা যায় যে আমরা বিশ্বয়নের ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবো-
দেশপ্রেম বৃদ্ধি, ইসলামী জ্ঞানে পরিপক্কতা, সমাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশ, দেশের জনগনের মনোভাব গঠন, শিল্পখাতে স্বার্থরক্ষা করে নীতিপ্রনয়ন, দূর্নীতি দমন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষাখাতে উন্নতি, কর্মসংস্থান গড়ে তোলা, নিজস্ব সম্পদের যথার্থ ব্যাবহার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মুল্যবোধের উন্নয়ন, শক্তহাতে সব কিছু মোকাবিলা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে এর ইতিবাচক বিষয়গুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

-লেখক
সেক্রেটারি জেনারেল
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন